# বিশ্বায়ন না বেশ্যায়ন? খপ্পরে বাংলাদেশ

মোহাম্মদ বদর উদ্দিন সাবেরী

## প্রথম অধ্যায়ঃ

" ইউরোপের স্কাই একটা, এবং সেটি চোখে দেখা যায়। মার্কস আরো দুটি আকাশ দেখতে পেয়েছিলেন, যে আকাশ দুটি চোখ বন্ধ করে দেখতে হয়। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা দেখেছিলেন আরো চারটি -মহাকাশ, ঘটাকাশ, জনাকাশ ও মেঘাকাশ।"

**-কলিম খান**

বাগদাদের চোর ঃ ভয়াবহ মরণাস্ত্র Preference of Erosion

' বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকাহ্ ও হাদিস চষে।

**- কবির অধিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম**

চিত্ত বিভাবরী উত্তাল ছন্দময় ঢেউয়ের অশনী সংকেত, একটাই পাপ, পাপ এবং এর মোচন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পারমানবিক পাপ। গত ১৩ থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত হংকং এ অনুষ্ঠিত হল এহেন পাপের মিলনমেলা। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার WTO (World Trade Organisation) ছয় দিন ব্যাপী স্বল্পোন্নত দেশ সমুহকে ধর্ষণের উত্তাল খেয়ালী আচরণ। বুঝিনি আমরা কিছুই, বাটখারা দিয়েছিলুম। কিন্তু বানরের পিঠা ভাগের মতো এক নিক্তিতে বিনিময়ে আরেক নিক্তিতে বাগদাদের চেয়েও মারাত্নক অস্ত্র হাতে নিয়ে ফিরলুম।

'Preference of Erosion. বিশ্ব বেসাতির পিতৃতান্ত্রিক সংস্থা WTO ঘোষণা দিল, স্বল্পোন্নত দেশ সমুহ (বাংলাদেশ সহ আরও কয়েকটি ভুখা, নাঙ্গা দারিদ্র পীড়িত হতভাগা দেশ) তাদের পন্য সমুহের (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৯৭ টি) ক্ষেত্রে শুল্কহীন রফতানী করতে পারবে। খুশীর কথা সন্দেহ নেই, আনন্দে বাক-বাকুম, মন্ত্রী মহাশয় ও সহযাত্রী সওদাগররা বুঝতে পারেন নি, হংকং ঘোষনার শুভংকরের ফাঁকি। Preference of Erosion কেবল বাংলাদেশ সহ স্বল্পোন্নত দারিদ্রপীড়িত দেশের জন্যই ঘন্টাটা বাধা হয়নি, হুলো বেড়াল রয়েছে আরও অনেক, ভারত, ব্রাজিল, চায়না (উন্নয়নশীল, তথা আধুলি ধনি দেশসমূহ) এরাও রয়েছে এর আওতায়। বিষয়টা যাচাই গবেষনাগারে নয়, মস্তিষ্ক নাড়লেই পেয়ে যাই। ধরা যাক ভারতের পন্য সমুহের ক্ষেত্র ইউরোপের (EU) দেশসমূহে ৮% হারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য হয়ে থাকে। তার পণ্যের

রপ্তানীর ক্ষেত্রে Preference of Erosion এর আওতায়, হংকং সম্মেলনে WTO ঘোষনা, ভারতসহ আরো আধালা ধনী দেশ সমূহকে রপ্তানী সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে এ শুল্ক কমানো হবে। ন্যায্য কথা, কিন্তু তেজারতীর এ ফতোয়া জারীতে বাংলা ভাই এর ক্ষুদ্র কৃষ্ণ কেশের এক দশমাংশের না অসুবিধা হলেও, আমাদের একটি বড় অসুবিধা ঘটে গেল, বাগদাদীয় আতংকে আতংকিত বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তৈরী পোশাকের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ রফতানী করেছে ২০০৪ সালে ইউরোপের দেশ সমূহে এবং ৩১ ভাগ রপ্তানী করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন শুল্ক ব্যতিরেকেই এ পণ্যের রফতানী ঘটে, জাতীয় আয়ের ৭৬% আয় হয়। Preference of Erosion এর আওতায় ভারত সহ উন্নয়নশীল দেশ সমূহ শুল্ক রেয়াত সুবিধা পেলে, বাংলাদেশের তৈয়ারী পোশাক হবে চরম সংকট ও বিপন্নের সম্মুখীন, সম্ভাবনা প্রায় ডাইনোসরের মত। এমনিতেই ভারতের সাথে আমাদের অসম বাণিজ্যের সতিচ্ছেদের যন্ত্রণায় অর্থনীতির রক্তপাত হর-হামেশাই হচ্ছে, এহেন ক্ষণে WTO এর ঘোষণা আক্রান্ত অর্থনীতিকে করবে আর চেতনাহীন ও নপুংসক। চৈতন্যোদয়, আমাদের নেই, রাজনৈতিক সমাবেশে দেবী সাজে, নৃত্যের ভঙ্গিমায় মঞ্চে থুতনিতে আঙ্গুল গুলো চেপে ধরে, , 'আরে চোখেতো রঙ্গীন চশমা, এত্তোবড়, এটি দিয়ে দেশ ধ্বংস উপলব্ধি কেন, দেখাই যায়না। হায়, প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ, রেল লাইনের ঐ বস্তিতে---'

## দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

'আহা কি হরিৎ শোভা! চোখের ভারি আহ্লাদ!
যত-না জনপদ তাহার সহস্র গুণ নন্দন অটবি-
যত-না পতিতা শত গুণ শস্য লাঞ্ছিতা।

- মীজানুর রহমান

পাপশাস্ত্র, Rules of Origin: নিরোধক ব্যতিরেকেই মৈথুন

'প্রভুর সেবায় নিবেদিত ক্রীতদাসকেও ওই
মিনিমাম অবকাশ রাখতে হয়, আহার নিদ্রা
মৈথুনের জন্য। কারণ আহার-নিদ্রা-মৈথুনই
প্রত্যেক মানুষের অবকাশের বসতবাটি।

– কলিম খান

১৯৯৫ সনের জানুয়ারীতে WTO এর জন্ম হয়, জন্মলগ্ন থেকেই প্রাপ্তি শতাধিক সন্তান সমূহকে বেধে দেয় শর্ত এক, দুই, তিন---- অনেক এবং Rules of Origin তামাশা টা নিছক খেলনা নয়, শিল্প সমৃদ্ধ দেশ সমূহের যে কোন পণ্য, তার উৎপাদন এবং উৎপাদন সহযোগী পণ্য, উৎপাদনে তাদের সমস্যা নেই, কারন তারা ধনী জমিদার। সমস্যা আমাদের, স্বল্পোন্নত দেশ সমূহ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দেশ, যেখানা সমৃদ্ধ শিল্পোয়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন কখনও হয় নাই, নাবালকের মত ক্রীতদাসের হাসি হেসে WTO'র সব কটি খোয়াবনামায় আমাদের টিপ-সহী থাকে। টের পাই পরে অনেক পরে, প্রবল কোষ্ঠকাঠিণ্যের ঘোত-ঘাতে, গুহ্যদ্বারে রক্ত ক্ষরণ হলেও মল ক্ষরণ হয় না, হেতু? আরে পেটে যে খাদ্যই নাই। ধরা যাক চূড়ান্ত উৎপাদিত পণ্য (Finished Product) যেমন তৈয়ারী পোশাক, এটি তৈয়ারীতে সবকটি সহযোগী পণ্য (Backward Linkage) বাংলাদেশের মত দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এতে সময় দরকার আরও, তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে তৈয়ারী কাপড়, বোতাম থেকে, জিপার এতই সোজা? সময় আরও দরকার। Rules of Origin এর নিকাহ্ নামায়, শর্ত বচন কোনটাই বা নাই, রয়েছে আরও

বড় দাদা উপরে বসে আছেন।

(১) পণ্য উৎপাদনে কাচামালের ব্যবহার (যা একটু আগে উল্লেখ করলাম), (২) মূল্য সংযোজন বিধি, (৩) দেশীয় মূল্য সংযোজন বিধি, (৪) এ্যান্টি ডাম্পিং, (৫) স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং (৬) আরও অনেক কিছু, না মানলে একতালাক, দুই তালাক, তিনে তালাকে রপ্তানী বন্ধ। এরপরেও কথা আছে আমরা আশ্বাস ও সুবিধা পেয়েছিলুম, মেলা থেকে রেশমী চুড়ি কিনে দেওয়ার লোভনীয় কামুক প্রস্তাব, নীচে দেখুনঃ-

**(ক)** General Specialised Preference (GSP): এর আওতায় বাংলাদেশ ইউরোপের দেশ সমূহে, আমেরিকা, কানাডাতে তার তৈয়ারী পোশাকের প্রায় ৯০ ভাগ শুল্ক রেয়াতের আওতায় রপ্তানী করে, ২০০৪ সালে। GSP'র এহেন ঘোষণা প্রথম প্রথমই দেওয়া হয়, যার ফলাফল ৮০'র দশকে বাংলাদেশের তৈয়ারী পোশাকের রমরমা কারখানার গড়ে ওঠা, অনেক কর্ম সংস্থান অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও পোয়াতী। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অসংখ্য বালিকা ও নাবালিকারা। এবার বোধ হয় এটাও গেল, GSP সুবিধা যদি কেড়ে নেওয়া হয়, বিয়োগে যদি বাদ হয় WTO'র নিকাহ্ নামা থেকে, লাইগেশন, ভ্যাষেক্টমিতে, অর্থনীতি সহ তৈয়ারী পোশাক রফতানীকে বন্ধ্যা ঘোষণা করতে হবে। পদক্ষেপ সরকারের - আমি জানি না, আপনারা জানেন? হ্যাঁ তাই, ভোট, জোট, পশ্চাদ দেশে পেলাম চোট, হায়রে আমার জোট।

**(খ)** কৃষি খাতে ভর্তূকি: উন্নত বিশ্বের তথা শিল্পোন্নত দেশ সমূহের দয়া হলো, 'বাবু সোনা আমার' কান্না করো না, ক্ষুধা পেয়েছে? দুধু খাও, দুধু। সুঠাম ও পুরুষ্ঠ স্তন চেপে বসল

আমাদের মুখে, দশা! দম যায় যায় অবস্থা। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহ যেহেতু কৃষি ও কৃষিজাত রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় টিকতে পারছে না, WTO'র ফতোয়া আসল, কৃষিতে ভর্তূকি কমানোর, ভাল হয় যদি পুরোটায় তুলে নাও। ক্ষিধে পেলে দুধ, মুত সব আমরাই সরবরাহ করবো, আমরা ভর্তূকি বাড়াচ্ছি আমাদের কৃষিখাতে, তোমরা আমদানী কর ক্ষিধা মেটাও, কান্না করো না। উত্তর কোরিয়া ঘাস খাক। সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে আছে, পাট চাষ বন্ধ, অভ্যন্তরীণ বাজারে আমাদের কৃষকেরা উন্নতদেশের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে পারছে না। মনে হয় চাষাবাদই বন্ধ করতে হবে। শিল্পোন্নত ধনী দেশ সমুহ এবার রব উঠাচ্ছে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ কৃষিখাত থেকে ভর্তূকি উঠিয়ে নেবে, মায়কি শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত। সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে এ্যাদ্দিনে, আমাদের কৃষিতে শনির দশা হয়ে গেছে। আমদানী নির্ভর কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য খরিদ করতে হবে এ'বার কয়েক গুণ দামে, ডলার পাউন্ড খরচ করে। ওরা যদি ভর্তূকি উঠিয়ে দেয়। মিনি বাসে জায়গা পাচ্ছেন না, আর একটু চেষ্টা করুন, ঘাম, ভীড়, গন্ধ, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো আসছে, কি চাই পানি, পেয়ারা, আম, লাউ, শাক সব ব্রান্ডেড। পৌছে যাবে আপনার টেবিল-এ। নিদ্রাভঙ্গের প্রাতঃকৃত্যের টুথ-পেষ্ট, দিনান্তে রতি-মিলনের কনডম, আমরা সবাই বন্দী। র‍্যাব, কোবরা ওরা আমার 'এই-টা' পারে। খামোখা 'ক্রসফায়ার'। দাম না হয় একটু বেশী দিলাম, পানি ও কিনে খেলাম 'আমাদের' পয়সা আছে না। হায় কৃষক! কেন, এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী।

**(গ)** <u>পূজি ও শ্রমের অবাধ প্রবাহঃ</u> বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মহান মার্কস ও এন্‌জেলস ও বোধ হয় পূজি ও শ্রমের আন্তর্জাতিকীকরণ বিষয়ে এতটা ভাবতে পারেননি, বহুজাতি করণ, বিশ্বায়ণ করণ, আরও কতো কি আকাশটা যদি একটু বড় হতো, আমাদের তো আর দাড়ানোর জায়গা নেই। সেই GATT (General Agreement On Trade & Tarif) থেকে WTO সবখানেই সান্তনার বাণী ছিল, হবে, হবে, সবুর করো। কানকুন, সিয়াটল, দোহা, মায়কি, হংকং পর্যন্ত শ্রম ও পূজির সীমান্ত অতিক্রম। ভিসা লাগবে না। সত্যিই পূজি লাগেনি আমাদের শ্রমের? খট্‌কা এখানেই, পূজি যাচ্ছে, এ দেশ থেকে, ও দেশে স্ফীত হচ্ছে, দিনকে দিন, পোয়াতীর মতো। আমরা পার পাচ্ছি না, শ্রম বিক্রী? ভিসা দরকার, দক্ষতা প্রয়োজন, আরও কতো কি! ভারত এ'ক্ষেত্রে দর কষাকষি করছে, তার রয়েছে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের বিশাল খনিজ, নিতে আমাদের হবেই। আমরা পারছিনা, দক্ষ,অদক্ষের শ্রেণী বিভাজনে আমরা হয়ে যাচ্ছি, অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য। পুজি আসছে আমাদের দেশে, বিনিয়োগ বাড়ছে, কোট টাই পরা কেতাদুরস্ত বহুজাতিক সংস্থাতে কিছু বেঢপ ভুঁড়িওয়ালা এক্সিকিউটিভ পয়দা হচ্ছে, আবার

কেউ কেউ বাংলা বোমার আতংকে পড়ি কি মড়ি একেবাওে কড়ি বগলে করেই দেশ ত্যাগ। মায়কি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি। দেরীতে হলেও আমরা বুঝে ও আবার না বুঝার ভান করি, নাসিকাগ্রে সরিষার তেলের সংগমে আরাম বোধ হয়। বোঝা হয়ে গেছে, শ্রম, পুঁজির অবাধ বিচরণ। ঠগের ঘোষণা, পুজি আসবে, শ্রম যাবেনা, অন্তত: আমাদেরটা, ওদেরটা আসবে বিশেষজ্ঞ (Consultant), উপদেষ্টা, টেকনিশিয়ান, কম দামী মানুষ সব বেশী ডলার, পাউন্ড। বুঝে না কি, না বুঝে, একজন বলেছেন, হংকং ঘোষণা 'শঠতার দলিল', ব্যক্তিটি হলেন ছোট্ট দলের বড়মুখ জনাব রাশেদ খান মেনন।

## তৃতীয় অধ্যায়ঃ

'বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধতত্ত্বে দুটি প্রধান ঘরানার সৃষ্টি হয়।
হিনায়ানা (Hinayana) এবং মহায়ানা (Mahayana), হিনায়ানা
অর্থাৎ ছোট যাণ, অর্থডক্স (Orthodx) চিন্তাধারার কেন্দ্র, যা বুদ্ধের
মূল স্রোতের অংশ। অন্যদিকে মহায়ানা, একটু উদার নমনীয়,
তারা বিশ্বাস করে মতবাদের উদ্দীপনাই, মূল গঠন থেকে গুরুত্বপূর্ণ।
Fritjof Copra (The Fao of Physics)

কুং হ্যায় থাত্চয়ঃ চায়না ও অশণী সংকেত
'আয় তব সহচরী, হাতে হাত ধরি ধরি
নাচিব ঘিরি ঘিরি গাহিব গান।
আন্ তব বীণা ----আ----আ----আ
সপ্তমী সুরে বাধিব তান।
–রবীন্দ্র সংগীত

বিশ্বের প্রধান হাট, ১২৫ কোটি মানুষের বাজার, ওদের গোস্বা ভাঙ্গাতে হয় যেনতেন প্রকারেই।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), WTO'র যত খবরদারি আমাদেরকেই কেন্দ্র করেই, নৃত্য, গীত, আর যত ব্যাভিচার। শিশুশ্রম, স্বাস্থ্যবিধি, মজুরী, যত বিধি নিষেধ আমাদের বস্ত্র আমদানীর বেলায়, চায়না, ওদের বেলায় না দেখে ও দেখার ভান। চায়না উৎপাদিত পণ্য সম্ভারের অসম্ভব নিম্নমূল্যের প্রেক্ষিতে বিশ্ব বাজারে তাদের একক আধিপত্য। কারণ সমূহ যাচাই বাছাই করতে গিয়ে কেচো খুড়তে বেরিয়ে পড়ে ড্রাগন। বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থার নির্দয় তদন্তে বেরিয়ে আসে চায়না উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমূল্যের হেতু। (ক) কয়েদী শ্রম, (খ) বলপূর্বক শ্রম আদায়, (গ) ভিন্নমতালম্বী রাজনৈতিক কয়েদী শ্রম ইত্যাদি। সন্দেহ

নেই বিশ্ব মানবাধিকার লংঘনের মারাত্মক অস্ত্র। ইউরোপীয় দেশ সমূহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য অন্যান্য আমদানী কারক দেশ সমূহের হাতে। কিন্তু তবুও নেই, চায়না উৎপাদিত পণ্য সমগ্র বিশ্বে আগ্রাসনের থাবা বসিয়ে রয়েছে। চায়না? গোস্বা করানো যাবে না, শত কোটি মানুষের বাজার যদি বেঁকে বসে, অদ্য থেকে তোমাদের ম্যাকডোনাল্ড, কনডম, কোক, পেষ্ট, সাবান ইত্যাদি - ইত্যাদি আমাদের মুখে রুচবেনা, ব্যবহার করবনা, সর্বনাশ! বাজার অর্থনীতির আসল হাট টাই যে খসে যাবে। বিল গেটসের বিনিয়োগের কি হবে! থাক বাবা তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, তবুও তোমাদের হাট বাজারে আমাদের বিক্রী করতে দাও। তবে, মানবাধিকার? ইস্ বাংলাদেশে বাংলা ভাই আছেন না, শিশু শ্রম, স্বাস্থ্য বিধি, স্বল্প মজুরী, হরতাল, ক্রসফায়ার, র‍্যাব, গণতন্ত্রের চর্চ্চা, কত্তো কিছু আছে বাংলাদেশে। অতএব WTO'র সব ফতোয়া বাংলাদেশে, শিশু শ্রম বন্ধ কর, মজুরী হার ঠিক কর, স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে কারখানা কর, Rules of Origin, Backward Linkage আরও কত কি? ও'দিকে চায়নাতে ফালুন দাফা বা ফালুংগং ধরে ধরে, বলপূর্ব্বক শ্রম আদায়, এমনকি মজুরী হিসেবে মৃত্যুদন্ড, আর বাংলাদেশ। সব্বোনাশ! হরতাল, অবরোধ, বাংলা ভাই, বোমা গণতন্ত্রই নাই, ধুৎ শা - - - -

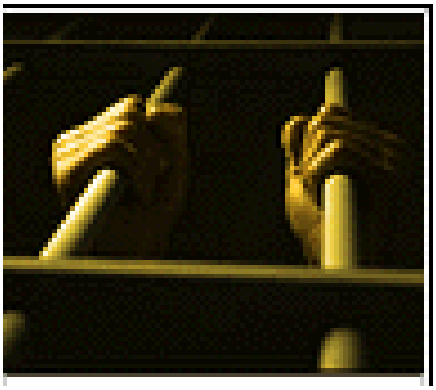

তুলা, না, চায়না, চায়না, না, আফ্রিকা- বাংলাদেশ তার বস্ত্র রফতানীর চাহিদা মেটাতে, উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল চায়না থেকে আমদানী করে থাকে। আফ্রিকার স্বল্পোন্নত দেশ সমুহ ও তুলা উৎপাদনে সমৃদ্ধ, ঐ সমস্ত দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন যাতে ভর্তুকি ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে, তুলা উৎপাদন জীবিত রেখেছে ওঁদেরই-ই-স্বার্থে। ইদানিং রব উঠেছে, যুক্তরাষ্ট্র তার ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নেবে। ফলাফল, আফ্রিকার স্বল্পোন্নোত দেশ সমুহে তুলা উৎপাদন ব্যাহত হবে, ও আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। আফ্রিকার স্বল্পোন্নত দেশ সমুহ চরম ও অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হবে। এহেন ক্ষণে, হংকং সম্মেলন সমাপনীতে যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্র আমদানীর স্বার্থ পর্যবেক্ষন করে এমন একটি সংস্থার জনৈক অভিবাবক ফতোয়া জারী করলেন, বাংলাদেশ চায়না থেকে তুলা আমদানী করতে পারবে না, অন্যথায় তালাকে বাঈন। বস্ত্র আমদানী বন্ধ। কারণটা কি বললেন খুলে? না আমাদের বেসাতি মন্ত্রী, বস্ত্র উৎপাদনের

WTO এর ধর্ষনে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ

সহযোগী গোষ্ঠী কেউ তাকে খোচান নি। নিজেই জবাব দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চায়নার একচ্ছত্র খবরদারি কমানোর জন্য, এহেন ফতোয়া। বলিহারি, শিকওয়াহ্-ঈ-জওয়াব-এ শিকওয়াহ। এতে চায়নার যতটা না ক্ষতির অংক বৃদ্ধি পাবে, আমাদের হবে কয়েকশ গুণ, দশ লক্ষ বস্ত্র বালিকারা, তাদের গতরে বস্ত্র থাকবে তো? বিশ্বায়নের তথাকথিত আর্শিবাদে শেষাব্দি বাংলাদেশ বেশ্যায়নের চক্করে পড়বে নাতো? নীচে দেখুন বাংলাদেশ কি কয়।

## চতুর্থ অধ্যায়

'কানকুন সম্মেলনে আমরা পেয়েছিলাম হতাশা,
দোহা সম্মেলনে নিরাশা, আর হংকং সম্মেলনে আমাদের
ব্যর্থতা যোগ হলো।'

– ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
(সি, ডি, পির সংবাদ সম্মেলনে)

**বিশ্বায়ন, না বেশ্যায়ন? খপ্পরে বাংলাদেশ-**

'বস্ত্র শিল্প, পাট শিল্পে পরিণত হবে না, এর ভবিষ্যত উজ্জল।'
– আনিসুল হক
(বি.জে.এম.ইর বিদায়ী সভাপতি)

অতি প্রত্যুষে আপনার আমার প্রাতঃকৃত্য সম্পন্নের আগেই, রবি তার প্রখর তেজের পৌরুষত্বেও আভা ছড়ানোর প্রাক্কালে, বাংলাদেশের দশ লক্ষ বস্ত্র বালিকাগণ তাদের জীবিকার, রুটি, নুনের খোজে ছুটে। শিফন শাড়ি, সে তো মঙ্গল গ্রহে বসতি গড়া, ঢাকাই জামদানী, কেয়ামতে হবে খন। হংকং সম্মেলনে বোধ করি দশ লক্ষ বালিকা কেন, আরও অনেকই বাসন্তি হতে হবে। সাবেক টিভি উপস্থাপক, সফল বস্ত্র সওদাগর বললেন, বস্ত্র পাট হবে না টিকে থাকবে। কিভাবে? বেসাতি মন্ত্রী বললেন, বাংলাদেশ ৯৭ টা পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়েছে। ওনার বোধ হয় জানা নেই, ২০০৪ আর্থিক বৎসরে বস্ত্র জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ অবদান রেখেছে আরও ৯৭টা পণ্য যোগ করলেও জাতীয় আয়ের এক দশমাংশ ভরবে না। কিছু বলবেন? আল্লাহ্‌র মাল আল্লাহ্ নিছে। বিশ্বায়ন, অস্বস্তি বা অসুবিধা থাকার কথা নেই কারও, ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা এ সমস্তের বিবর্তণ হবেই, সেই সাথে সহযোগী নিয়ামক, চিন্তা, চেতনা, ভাব, পুজি, শ্রম, জ্ঞান, কারিগরি জ্ঞান, এ'সবের বিবর্তন, আদান প্রদান হবেই। রুখার সাধ্য নেই কারও। তবে একটি কথা থেকে

যায়। এর সুফল, এবং কুফল সম্মন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। বিশ্ব-বেসাতির দৃষ্টি এখন বড় হাট, বাজারে, যেমন চায়না, ভারত। আমাদের গুরুত্ব কমেছে অনেক, রাজনৈতিক, ও অর্থনীতির দিক থেকে, বাংলা ও নিজামীর কারনে। আমাদের পুরুষাঙ্গে সেই তেজ নেই আর, পাট শিল্পের অন্তিম দশা হেতু। বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এদের চাপে পাট কল বন্ধ করেছি ঠিকই। কিন্তু সেই সাথে ওরাই আবার ভারতে বিনিয়োগ করেছে শত কোটি ডলার পাট শিল্পে। হেতুটা কি? খুবই সহজ, ১০০ কোটি মানুষের

বাজার। খোদ সোনাগাছি তে দৈনিক যে পরিমান কনডম বিক্রী হয়, সারা বাংলাদেশেও তা হয় না। বাণিজ্যের স্বার্থ দেখা, এটাই বিশ্বায়নের সংজ্ঞা। মানবতা, দুঃখীত ম্যাডাম, বেঢপ আকারের দামী রঙ্গীন রোদ চশমা, দৈনিক নিত্য শিফন শাড়ি, বাণিজ্যটা না বুঝলেও হয়। জোট আছে না, ভোট। ঢাকাই জামদানীরও একই অবস্থা, বিশ্বায়নের যাতাকল যদি চেপে বসে, এটিও বন্ধ হবে, বিকল্প খুজে বের করুন না, আপা, নইলে বাসন্তী ----হতে---- বে। ঠিক আছে গোস্বা হওয়ার দরকার নেই, গরম ভাতে বেড়াল বেজার। আসুন বিকল্প খুজে বের করি। প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিযোগীতা করেই টিকতে হবে। বিকল্প পণ্য সন্ধান, এর উৎপাদন, বিশ্ব বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে, রপ্তানী আয়ের ভারসাম্য রাখতে হবে। কৃষিকে দিতে হবে গুরুত্ব, আরও গুরুত্ব, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনে সরকারকে আরও, আরও এবং অনেক ভর্তুকি এবং সাহায্য দরকার। নিজেদের বীজ যেন বহুজাতিক সংস্থার দরজায় প্রবেশ না করে।

**মোহাম্মদ বদর উদ্দিন সাবেরী, এডেলেইড, এস. এ**
Email # juisab@hotmail.com